বিলুপ্তির পথে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প

এম আর আখতার মুকুল

সামনে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সাল থেকে ঠিক ৫০ বছর। এ জন্যই এবার হচ্ছে ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী। একাত্তরের সফল স্বাধীনতাযুদ্ধ ছাড়া বাংলাদেশের বাঙালী জাতির ইতিহাসে বাংলা ভাষা আন্দোলন হচ্ছে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। পাকিস্তান আমলে ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবিতে যখন ছাত্ররা বিক্ষোভ আর মিছিলে সোচ্চার হয়েছিল, ঠিক তখনই পুলিশের গুলিবর্ষণে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল। বিশ্বের ইতিহাসে ভাষার দাবিতে এ ধরনের আন্দোলন এক নজিরবিহীন ঘটনা। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষা আন্দোলনের এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়াকে কিছুতেই মোকাবিলা কিংবা এড়িয়ে যেতে পারেনি। এরই প্রেক্ষিতে এ কথা বলতেই হচ্ছে যে, এই আন্দোলনের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে বাঙালী সংস্কৃতি, বাঙালী চেতনা ও বাঙালী জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটে এবং এরই চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এ জন্যই ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনকে স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রথম সোপান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২০০২ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তীর গুরুত্ব আরও একটি কারণে দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটা হচ্ছে, ইতোমধ্যে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির বাংলা ভাষা আন্দোলনকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। ১৭৭টি দেশের সমর্থনে জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে প্রতিবছর 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর কৃতিত্ব সাবেক হাসিনা সরকারের।

এক্ষণে বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে কিভাবে বাংলাদেশের জন্য এই সম্মানজনক স্বীকৃতি হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী উপস্থাপন করা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। বছর কয়েক আগে দু'জন কানাডা প্রবাসী বাঙালী যথাক্রমে রফিকুল ইসলাম ও আবুস সালাম এ ধরনের চিন্তাভাবনা করেছিলেন যে, যখন জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবছর 'আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস', 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস', 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস' পালিত হচ্ছে, তখন একুশে ফেব্রুয়ারির বাংলা ভাষা আন্দোলনকে ভিত্তি করে প্রতিবছর এই দিনে বিভিন্ন দেশে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালিত হবে না কেন? ফলে এঁরা কানাডাভিত্তিক এনজিও 'বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিক' (Mother Language Lovers of the World) নামক প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হন। অচিরেই এই প্রতিষ্ঠান সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসে। এদেরই মাধ্যমে সর্বপ্রথম একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার দাবিসংবলিত একটা স্মারকলিপি জাতিসংঘের মহাসচিব কোফি আনানের কাছে দাখিল করা হয়। কিন্তু বিষয়টি জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন 'ইউনেস্কো'র একিয়ারভুক্ত বিধায় স্মারকলিপিটি প্যারিসে ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের বরাবরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মহাসচিব এ মর্মে জানান যে, এ ধরনের প্রস্তাব কেবলমাত্র বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গেলে বিবেচনা করা হবে। ফলে কানাডার 'বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিক' প্রতিষ্ঠান তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারকে অনতিবিলম্বে এ ধরনের একটা প্রস্তাব প্যারিসে ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের কাছে পাঠাবার অনুরোধ জানায়। এতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ইউনেস্কোর শান্তি পুরস্কার গ্রহণের জন্য প্যারিস সফর করেন। এই সফরকালে তিনি ইউনেস্কোর সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। এঁদের সঙ্গে আলোচনাকালে শেখ হাসিনা বাংলাভাষা আন্দোলনের পটভূমির ব্যাখ্যাদান করা ছাড়াও একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে ঘোষণার যৌক্তিকতা উত্থাপন করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনতিবিলম্বে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' সম্পর্কিত প্রস্তাব প্রণয়ন এবং সেই প্রস্তাব প্যারিসে 'ইউনেস্কো'র হেড অফিসে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন। শুধু তাই-ই নয়। 'ইউনেস্কো'তে প্রয়োজনীয় লবি জোরদার উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জনাব সাদেকের নেতৃত্বে একটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি দলের প্যারিস সফরের ব্যবস্থা করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৯৯ সালের ১৬ নবেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়। পরদিন ১৭ নবেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আলোচ্য সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, প্রতিবছর ইউনেস্কোর হেডকোয়ার্টার ছাড়াও জাতিসংঘের সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের জন্য 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালন বাধ্যতামূলক। বিষয়টি বাংলাদেশ এবং বাঙালী জাতির জন্য অত্যন্ত গৌরবজনক।

জাতিসংঘ কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি দানের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পল্টন ময়দানের এক জনসভায় এ মর্মে ঘোষণা দিলেন যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত নানাবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার অচিরেই ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করবে। শেখ হাসিনার এই ঘোষণার ধারাবাহিকতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় অত্যন্ত দ্রুত আলোচ্য ইনস্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে ১৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকার (৫০ লাখ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা) একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে। ২০০০ সালের ৮ আগস্ট 'একনেক'-এর বৈঠকে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রস্তাবিত ব্যয়ের মধ্যে ১১ কোটি ৪৬ লাখ টাকা বিল্ডিং নির্মাণ এবং সাড়ে ৩ কোটি টাকা জমি উন্নয়ন-ও অধিকরণ সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। দুই বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

> *২০০২ সাল হচ্ছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তি এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে পালিত হচ্ছে। আর বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই প্রকল্প বিলুপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের বাঙালী জাতির জন্য যে গৌরব অর্জন ছিল হাতের মুঠোয়, তা ধূলিসাত হতে চলেছে*

ঢাকায় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট' স্থাপনের উদ্দেশ্য

১. মহান একুশে ফেব্রুয়ারির স্বীকৃতি হিসাবে 'ইউনেস্কো' কর্তৃক এই দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'রূপে ঘোষণা করায় ঢাকায় প্রস্তাবিত 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট' বিশ্বের সমস্ত ভাষার উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে গবেষণাকর্মে নিয়োজিত থাকবে।

২. বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা, বর্ণলিপি, মুদ্রিত পুস্তক, ক্যাসেট, ভিডিও এবং সিডি ইত্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা করা ছাড়াও বিভিন্ন দেশের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের পদ্ধতি চালু করবে।

৩. বিশ্বের সমস্ত মাতৃভাষা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক তথ্যাদি কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংগ্রহ এবং আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাদুঘরে অনুরূপভাবে সংরক্ষণ অন্তে ইন্টারনেট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আলোচ্য তথ্যাদি উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

৪. সভ্যতার ক্রমবিকাশের দরুন ঘটনা পরম্পরায় যেসব ভাষা ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সেসব ভাষা সম্পর্কিত তথ্যাদি পাওয়া গেলে তা সংরক্ষণ করা হবে।

৫. বিজ্ঞান, কারিগরি ও সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়াদি বাংলা থেকে অন্যান্য ভাষায় এবং অন্যান্য ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করা হবে।

৬. সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের চাহিদা মেটাবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে কোন ভাষায় তাৎক্ষণিকভাবে অনুবাদে সক্ষম ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে হবে।

৭. ভাষা সম্পর্কিত নীতি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করতে হবে।

৮. বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাভাষীদের বিদেশী ভাষা শেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৯. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষাবিদদের গবেষণাকর্ম করার লক্ষ্যে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ২০০০ সালের ৮ আগস্ট 'একনেক'-এর বৈঠকে আলোচ্য প্রকল্পটির ১ম পর্যায় অনুমোদন লাভ করে। ২০০২ সালের জুন মাস নাগাদ এটি বাস্তবায়িত হওয়ার কথা। ফলে জরুরী ভিত্তিতে মাসিক ৪০ হাজার টাকা ভাড়ায় ঢাকার উত্তরায় ৩ নং সেক্টরের ১৫ নং রোডের (রবীন্দ্র সরণি) ২৯ নম্বরের পুরা তিনতলা বাড়িটি ভাড়া করে প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে এই বাড়িতেই ভাষা ল্যাবরেটরি ও কম্পিউটার সেকশন স্থাপন সম্পূর্ণ করা ছাড়াও বিভিন্ন দেশের ভাষাবিদ ও ভাষা গবেষকদের সঙ্গে যোগাযোগের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীর ওপাশটায় প্রায় ৪ বিঘা জমি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের' জন্য বরাদ্দ করে। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কোফি আনানের উপস্থিতিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

এদিকে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহুভাষাবিদকে ইনস্টিটিউটের পরিচালক হিসাবে নিয়োগদানের লক্ষ্যে প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ ভাষা সম্পর্কিত ৩টি গবেষণামূলক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের কাজে হাত দেয়। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে (১) মাতৃভাষার কথা : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ইতিকথা, (২) বিশ্ব ভাষা পরিস্থিতি ও মাতৃভাষা পরিচিতি এবং (৩) বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতি। 'মাতৃভাষার কথা : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ইতিকথা' শীর্ষক প্রথম গ্রন্থটিকে ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এর ১ম পর্বে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, এর সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রভাব ও শহীদ মিনারের ইতিকথা সম্পর্কিত; ২য় পর্বে একুশে ফেব্রুয়ারি কিভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পেল তার ইতিবৃত্ত; ৩য় পর্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য; ৪র্থ পর্বে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা পরিস্থিতি; ৫ম পর্বে ইংরেজীতে একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা সম্পর্কিত এবং পরিশিষ্টে ভাষা আন্দোলনের কিছু দলিল, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রচারিত বাংলাদেশ ডাক বিভাগের স্মারক ডাকটিকিটের ছবি, স্মারক স্বর্ণমুদ্রার ছবি, ইউনেস্কোর বিভিন্ন চিঠিপত্র, জাতিসংঘ মহাসচিব কোফি আনানের চিঠি, মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানের ছবি, মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ছবি এবং এ ধরনের প্রাসঙ্গিক দলিলের ফটোকপি মুদ্রণের প্রস্তাবনা করা হয়েছে।

'বিশ্ব ভাষা পরিস্থিতি ও মাতৃভাষা পরিচিতি' শীর্ষক দ্বিতীয় গ্রন্থটি ৭টি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। ১ম পর্বে 'মাতৃভাষার সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতি'; ২য় পর্বে 'এশিয়া মহাদেশের জাতি ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহের সমন্বয়ে মাতৃভাষা পরিচিতি'; ৩য় পর্বে 'আফ্রিকা মহাদেশের জাতি ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহের মাতৃভাষা পরিচিতি'; ৪র্থ পর্বে 'অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের জাতি ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহের মাতৃভাষা পরিচিতি'; ৫ম পর্বে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতি ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহের মাতৃভাষা পরিচিতি'; ৬ষ্ঠ পর্বে 'দক্ষিণ আমেরিকার জাতি ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহের মাতৃভাষা পরিচিতি'; এবং ৭ম পর্বে ইউরোপের জাতি ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহের মাতৃভাষা পরিচিতি' বিষয়ে রূপরেখা করা হয়েছে।

'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতি' শিরোনামে প্রস্তাবিত তৃতীয় গ্রন্থটি ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এর ১ম অধ্যায়ে 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের জনমিতি'; ২য় অধ্যায়ে 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক চেতনার বৈচিত্র্য ও মূল্য চিন্তা'; ৩য় অধ্যায়ে 'বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ভাষা ও লিপি পরিচয়' এবং ৪র্থ অধ্যায়কে উপসংহার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে প্রয়োজনীয় গবেষণা অন্তে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে বাঙালী ছাড়াও অন্য জাতিসত্তাসমূহের যে নামগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো অনেকটা এ রকম : চাকমা/তঞ্চঙ্গ্যা/দেংনাক, মারমা/রাখাইন/মগ, আওয়াগুমি/আফি-আ কুমি, লুসেই/কুপী/লংগি/শিকাম, কুকি/খেড়ু, মণিপুরী মৈতৈ/বিষ্ণুপ্রিয়া/পাঙন, মুরং/ম্রো, ব্যাঙ্গাবছড়ি হার্জ/পরমার্থী হাজং, ত্রিপুরা/টিপরা, গারো, সাওতাল, রাজবংশী, ওঁরাও, পাম্বো, বনযোগী, খিয়াং/খ্যাং, চাকা, খাসিয়া, বানাই, ভাদু, মুন্ডা, খারিয়া, খন্ড/খোন্দ, আসাম, গোর্খা, কর্মকার, পাহান, রাজুয়ার, মুসহর, রাই, হদি, মান্দাই, বেদিয়া, বাগ্দী, কোল, পাত্র, মুরিয়ার, তুরী, মাহালী, মালো, উসুই, রিয়াং, সেন্দুল, খাঙ্গরগা/খাঙ্গনী, উরুয়া, মালপাহাড়ী, হো, বনো, হরিজন, মাহাতো, কোচ, সিং, ক্ষত্রিয়, বর্মণ, কেওট ইত্যাদি। এ নামগুলো থেকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব নয়। বিভিন্ন পণ্ডিতের মতে, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, দেংনাক-এ তিন নামে পরিচিত হলেও এরা মূলত একই জাতিসত্তার তিনটি গোত্র মাত্র। অন্যদিকে তঞ্চঙ্গ্যা গোত্রভুক্ত জনগোষ্ঠী নিজেদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা বলে দাবি করে। মারমা/রাখাইন/মগ অথবা লুসেই/কুপী/লংগি/শিকাম/কুকি/খেড়ু এবং আরও কয়েকটি জাতিসত্তা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। যাহোক, বাংলাদেশে বিদ্যমান ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহের জনমিতি, ভাষালিপি এবং তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন এ পুস্তকে তুলে ধরা হবে।

ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন সম্পর্কিত এতসব কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও ২০০১ সালের ১ অক্টোবর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের সমর্থিত ৪ দলীয় জোট ক্ষমতাসীন হওয়ায় এ ক্ষেত্রে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে উত্তরা উপশহরে অবস্থিত 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট' বন্ধ এবং বাড়ি ভাড়ার চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। কর্মরত অফিসারদের অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের অফিস সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩টি কামরায় স্থানান্তর করা হয়েছে। কোন রকমে প্রকল্পটির অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। জনাকয়েক পিয়ন, একজন কম্পিউটার অপারেটর, একজন এ্যাকাউন্ট্যান্ট ও দু'জন অফিসার নিয়ে প্রকল্পটি এখন মৃতপ্রায়। যেখানে পরিচালক পদে প্রয়োজনবোধে বিদেশী মুদ্রায় বেতন-ভাতা প্রদানপূর্বক একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাবিদ ও গবেষককে নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছিল, সেখানে জোট সরকার আনন্দমোহন কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসেনকে এই পদে নিয়োগ দান করেছে। মহলবিশেষের মতে, ড. হোসেন হচ্ছেন শিক্ষা সচিব জনাব শহিদুল আলমের নিকটাত্মীয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, প্রস্তাবিত ৩টি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এ ছাড়া ঢাকার সেগুনবাগিচায় নির্ধারিত স্থানে আজও পর্যন্ত 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট'-এর বিল্ডিং নির্মাণের জন্য একটা ইট পর্যন্ত বসানো হয়নি। তাহলে কি প্রকল্পের মঞ্জুরিকৃত অর্থের প্রায় সবটাই প্রত্যাহার হয়ে গেছে? এর ভবিষ্যত এখন অনিশ্চিত। অথচ ২০০২ সাল হচ্ছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে পালিত হচ্ছে। আর বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই প্রকল্প বিলুপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের বাঙালী জাতির জন্য যে গৌরব অর্জন ছিল হাতের মুঠায়, তা ধূলিসাত হতে চলেছে। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে কথাগুলো আজ উচ্চারণ করতে হলো।

জনকণ্ঠ
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ... ...
FEB. 16 2002